# গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রুকু: ২

[১]এর চৌদ্দ বছর পর হযরত বার্নাবাস রা.-কে সংগে আমি আবার জেরুসালেমে গেলাম, আর তীতকেও সংগে নিলাম।

[২]আমি দর্শন বা প্রত্যাদেশ পেয়েই সেখানে গেলাম। যে সুখবরের বাণী আমি অ-ইহুদিদের কাছে প্রচার করে থাকি, তাদের সামনে অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বীকৃত নেতাদের সংগে একান্তে এক সাক্ষাতের সময় তা তুলে ধরলাম। কারণ নিশ্চিত হতে চাইলাম যে, আমি যে-দৌঁড় আমি দৌঁড়াচ্ছি, তা বৃথা নয়।

[৩]এমনকি তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও, তাকে খতনা করতে বাধ্য করা হয়নি।

[৪-৫]মসিহ হযরত ইসাতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে তা থেকে আমাদের দোষ ধরার জন্য যারা গোপনে ইমানদারদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো, যাতে তারা আমাদেরকে তাদেও গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে, আমরা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের বশ্যতা স্বীকার করিনি, যাতে সুখবরের সত্য সব সময় তোমাদের কাছে থাকে।

[৬]এবং যাদেরকে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ছিলো তারা আসলে কী ছিলেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না; আল্লাহ কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না- সেই নেতারা আমার জন্য কিছুই করেননি

[৭-৯]অন্যদিকে তারা যখন দেখলেন যে, আমাকে খতনা-বিহীন লোকদের কাছে সুখবর প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেভাবে হযরত সাফওয়ান রা.-কে খতনা করানো লোকদের কাছে সুখবর প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কারণ যিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে খতনা করানো লোকদের কাছে পাঠানোর কাজ করেছিলেন, তিনিই আমাকে অ-ইহুদিদের কাছে পাঠানোর কাজটি করেছেন, আর হযরত ইয়াকুব রা., হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.- যারা স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন- তারা যখন আমাকে যে-অনুগ্রহ দেয়া হয়েছে বুঝতে পারলেন, তখন তারা হযরত বার্নাবাস রা. ও আমার প্রতি সহভাগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন, এবং একমত হলেন যে, আমরা অ-ইহুদিদের কাছে যাবো এবং তারা খতনা করানোদের কাছে যাবেন।

[১০]তারা কেবল একটা বিষয়ই চেয়ে ছিলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা মনে রাখি; আর প্রকৃতপক্ষে আমিও তা করার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলাম।

(১১-১২)কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা. যখন আন্তিয়খিয়াতে আসলেন, তখন আমি তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁর বিরোধিতা করলাম, কারণ তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন; হযরত ইয়াকুব রা. এর কাছ থেকে কিছু লোক এখানে আসার আগ পর্যন্ত তিনি অ-ইহুদিদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করতেন। কিন্তু তারা আসার পর খতনাকারীদের ভয়ে তিনি নিজেকে আলাদা করে রেখেছিলেন।

(১৩)অন্যান্য ইহুদিরাও তার সাথে এই ভণ্ডামিতে যোগ দিলো, এমনকি হযরত বার্নাবাস রা.ও তাদের ভণ্ডামির দ্বারা বিপথে পা বাড়ালেন।

(১৪)কিন্তু আমি যখন দেখলাম, সুখবরের সত্যের সংগে তাদের কাজের কোনো ধারাবাহিকতা নেই, তখন আমি সবার সামনে হযরত সাফওয়ান রা.-কে বললাম, "আপনি ইহুদি হয়েও যখন ইহুদিদের মতো জীবন-যাপন না করে- অ-ইহুদিদের মতো জীবন-যাপন করেন, তাহলে আপনি কেমন করে অ-ইহুদিদেরকে ইহুদিদের মতো জীবন-যাপন করতে বাধ্য করতে পারেন?"

(১৫-১৬)আমরা জন্মগতভাবে ইহুদি এবং গুনাহগার অ-ইহুদি নই; তবুও আমরা একথা জানি যে, শরিয়ত পালনের জন্য নয়, বরং হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ ধার্মিক গণ্য হয়। এবং আমরা মসিহ হযরত ইসা আ. এর উপর ইমান এনেছি, যেনো মসিহের উপর ইমান আনার জন্যই আমরা ধার্মিক বলে গৃহীত হই, শরিয়ত পালনের দ্বারা নয়, কারণ শরিয়ত পালনের দ্বারা কেউ-ই ধার্মিক বলে গণ্য হবে না।

(১৭)কিন্তু, মসিহে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি আমরা নিজেরাই গুনাহগার বলে প্রমাণিত হই, তাহলে মসিহ কি গুনাহের গোলাম? অবশ্যই না!

(১৮)কিন্তু যে-জিনিসগুলো আমি একবার ভেংগে ফেলেছিলাম সেগুলো যদি আমি আবার গড়ে তুলি, তাহলে তো আমি নিজেই নিজেকে একজন অপরাধী বলে প্রমাণ করি।

(১৯-২০)শরিয়তের দ্বারাই শরিয়তে আমার মৃত্যু হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর কাছে বেঁচে থাকতে পারি। মসিহের সংগে আমি সলিববিদ্ধ হয়েছি; কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার জন্য আমি শরিয়তের দ্বারা শরিয়তের কাছে মৃত্যুবরণ করেছি। মসিহের সংগে আমি সলিববিদ্ধ হয়েছি; এবং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু মসিহই আমার মধ্যে বাস করেন। এবং এখন আমি শরীরের মধ্যে যে জীবনযাপন করি, তা আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের উপর ইমানের দ্বারাই যাপন করি, যিনি আমাকে ভালোবাসলেন এবং আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

(২১)আমি আল্লাহর এই অনুগ্রহকে বাতিল করে দিচ্ছি না; কারণ শরিয়তের মাধ্যমে যদি ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায়, তাহলে মসিহ অকারণে মারা গেছেন।